দৈনিক

ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রেডপ্রাপ্তদের ডিভিশন নির্ধারণে ব্যাপক বৈষম্য, নীতিমালা দাবি

চাকরি বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের তিন দিনের কর্মসূচি

॥ সাইদুর রহমান ॥

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। চাকরির প্রতিযোগিতায় বিরাজমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে এক ধরনের বৈষম্য ধরা পড়েছে। বিভিন্ন সংস্থার চাকরির বিজ্ঞাপনে একাডেমিক ফলাফলে ডিভিশনে উত্তীর্ণদের চেয়ে গ্রেডিং-এ উত্তীর্ণরা পিছিয়ে রয়েছে। মূলত চাকরির ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতিকে ডিভিশনে রূপান্তর করতে গিয়ে এ বৈষম্য ধরা পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার চাকরির বিজ্ঞাপনে 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে তৃতীয় বিভাগ ধরা হচ্ছে। এ কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিকে গ্রেডিং পদ্ধতির বৈষম্য দূর করতে অভিন্ন ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামছেন।

(১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

গ্রেডপ্রাপ্তদের ডিভিশন

(১৬ পৃঃ পর)

এর অংশ হিসেবে আজ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ২০০১ সালে প্রথম মাধ্যমিকে এবং ২০০৩ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। আকস্মিকভাবে এ পদ্ধতি চালু করা হলেও অনেক শিক্ষকের এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। ওই সময় মাধ্যমিকে সারাদেশে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৭৬ জন। যেখানে ২০০৮ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় ৫২ হাজার ৫০০ জন। আর ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম উচ্চ মাধ্যমিকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয় তখন সারাদেশে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ২০ জন। সেখানে ২০০৮ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯ হাজার ১০৮ জন। মূলত প্রথমবার গ্রেডিং-এ নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ডিভিশনের মতই রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। পরবর্তীতে রাতারাতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ৫-৬ বছরে পাসের হার দ্বিগুণের পাশাপাশি এ প্লাসের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের রক্ষণশীল মনোভাব ও রাতারাতি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে গ্রেডিং-এ প্রথমবার উত্তীর্ণরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। চাকরি ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি মার্কেন্টাইল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে জিপিএ ৪.৫ বা তার উপরে গ্রেড হলে প্রথম শ্রেণী, জিপিএ ৪.২৫ বা তার উপরে হলে দ্বিতীয় শ্রেণী, জিপিএ ৪.২৫ এর নিচে হলে তৃতীয় শ্রেণী ধরা হয়েছে। অথচ জিপিএ ৪ থেকে ৪.২৫ প্রাপ্তরা 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ বলে ধরা হচ্ছে। আবার কোন প্রতিষ্ঠানে জিপিএ ৪.০০ এর নিচে ৩য় শ্রেণী ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে শিক্ষা জীবনে কোন ৩য় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয় এবং ১টির বেশী ২য় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে জিপিএ ৪.২০ পেলে সে ঐ চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা হারাচ্ছেন। আবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন জিপিএ ৪ এর উপর ধরেছে প্রথম শ্রেণী, ৩ থেকে ৩.৯৯ দ্বিতীয় শ্রেণী ও তার নিচে তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে ধরেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ'র ছাত্রী তামান্না মজুমদার জানান, প্রথমবার যে শিক্ষার্থী জিপিএ ৩.৮০ পেয়েছে তার সর্বনিম্ন নম্বর (৪র্থ বিষয় ছাড়াই) ৬৪০ বা তার বেশী হবে। এখন প্রশ্ন, কোন হিসাবে তাকে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র বলবেন? অবশ্যই সে ৬৪০ এর ১ নম্বর কম পেলে তার জিপিএ ৩.৮০ হবে না। জিপিএ ৩.৮০ এর নিচে নেমে আসবে। ৬৪০ নম্বর প্রাপ্ত কোন ছাত্রকে আমরা নিশ্চয়ই ৩য় শ্রেণীর ছাত্র বলতে পারি না।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেডিংকে কেন ডিভিশনের মার্ক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী করা হচ্ছে তা জানি না। তবে গ্রেডিংকে ডিভিশনের সাথে তুলনা করার জন্য সরকারি ও সর্বগ্রাহ্য কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই। একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে গ্রেডিংকে ডিভিশনে রূপান্তর করছে। যার অধিকাংশই অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ঘোষণা

এদিকে পক্ষপাতদুষ্ট সার্কুলারের তীব্র বিরোধিতা করে তিন দফা দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির ব্যানারে গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- আজ শনিবার সকাল ১০টায় অপরাজেয় বাংলায় মানববন্ধন, ২২ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা হলে ওই দিন পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষার্থীদের খসড়া প্রস্তাবনা

বৈষম্য দূর করতে অভিন্ন ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রস্তাব আকারে তিনটি দাবি উপস্থাপন করেছে। এগুলো হলো-শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে যেখানে বলা থাকবে ৩.৫ (৬০-৬৯) ও তার উপরে প্রথম শ্রেণীর সমান এবং ২.৫ থেকে ৩.৪৯ (৪৫-৫৯) দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান এবং ২.৪৯ ও তার নীচে তৃতীয় শ্রেণীর সমান। এই গ্রেডিং মানটি দেশের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রথম (৩.৫ ও তার উপরে), দ্বিতীয় (২.৫-৩.৫৯) এবং তৃতীয় (২.৪৯ ও তার নীচে) শ্রেণী নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় সেটি নিশ্চিত করা এবং এই সমস্যার পূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে এসএসসি ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ এবং এইচএসসি ২০০৩ সালের শিক্ষার্থীদের জন্য ১টি সর্বজনগ্রাহ্য অভিন্ন ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সালাউদ্দিন আহমেদকে আহবায়ক ও সাব্বির আহমেদ সুমনকে সদস্য সচিব করে কেন্দ্রীয় গ্রেডিং বৈষম্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটির শাখা করা হয়েছে।